শ্রীপ্রতাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রযোজনায়
বাসন্তী পিকচার্সের
জীবন সৈকত

শ্রীপ্রতাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায়
বাসন্তী পিক্‌চার্সের

# 'জীবন-সৈকত'

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অমর দত্ত
সুর-শিল্পি : গোপেন মল্লিক

## বাসন্তিকা অর্কেষ্ট্রা

কাহিনী : প্রবোধ সরকার
গীতকার : প্রণব রায়
চিত্রশিল্পি : সুশান্ত মৈত্র
শব্দযন্ত্রী : পরিতোষ ঘোষ
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : জগত রায়চৌধুরী (ইষ্টার্ণ টকীজ লিঃ)
শিল্প নির্দ্দেশক : গোপী সেন
রূপ-সজ্জা : অভয়
স্থির চিত্রশিল্পি : সনাতন রক্ষিত

আবহসঙ্গীত পরিচালক : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক : দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

## —ঃ সহকারী ঃ—

পরিচালনায় : অজিত দত্ত, বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রগ্রহণে : তারক দাস, বিজয় ঘোষ, মুকুল
শব্দযন্ত্রে : সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
রসায়নাগারে : জগবন্ধু, নিরঞ্জন, প্রফুল্ল (ইষ্টার্ণ টকীজ লিঃ)
আলোক নিয়ন্ত্রন : সমীর, অমূল্য, সুকুমার

## কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

## —ঃ ভূমিকায় ঃ—

রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, শিপ্রা দেবী, (এ, ডির সৌজন্যে), নীলিমা দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, (এম, টি, এস, এর সৌজন্যে), জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আশু বোস, রাধারমণ হালদার, ছবু গোস্বামী, উপেন চট্টোপাধ্যায়, গণেশ মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার বিমল, মাষ্টার কমল, গীতা সোম, গায়ত্রী, মঞ্জু প্রভৃতি।

## —ঃ সৌজন্য স্বীকার ঃ—

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকা।

একমাত্র পরিবেশক—বাসন্তী পিক্‌চার্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

শীত কাল। রাত বারটা। দূরে একটা গির্জ্জার ঘড়ি ঢং ঢং করে একটানা বেজে চলেছে। নির্জ্জন কুয়াশাচ্ছন্ন, রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে। মন তার চিন্তান্বিত—চোখ অনুসন্ধিৎসু। খুট্ করে একটা কিসের আওয়াজ। লোকটা দাঁড়িয়ে পড়্‌লো একবার চারদিকে দেখে নিলে—না, কিছু না। রাস্তার মোড় বেঁকে চলে গেল। কে এই লোক? কেনই বা সে শীতকালের রাত বারটার সময় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? কিসের আশায়?

লোকটা চলে যাওয়ার পর মুহূর্ত্তে পাশের বাড়ীর দেওয়ালের আড়াল থেকে আর একটা লোক বেরিয়ে এলো। এক মুখ দাড়ি, মন ভয়ার্ত্ত, চোখ যেন পালাবার পথ খুঁজ্‌ছে। প্রথম ব্যক্তির চলে যাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'য়ে উল্টো-দিকে দৌড়ে পালালো। তাইতো—এ লোকটাই বা কে? কেনই বা সে চোরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে? কিসের ভয়?

* * * *

তিন বছর বয়সে সৌমেন যখন পিতৃমাতৃহীন হয় তখন তার সমবয়সী বন্ধু বিপুলদের বাড়ীতে সে আশ্রয় পায়। সেই থেকে সৌমেন আর বিপুল যেন দুই ভায়ের মত এক সঙ্গে লেখাপড়া, খেলাধূলা, মান অভিমানের মধ্য দিয়ে বড় হ'য়ে ওঠে।

প্রায় বিশ পঁচিশ বছর পরের কথা। সৌমেন, বিপুল আর তার বোন অঞ্জলিকে নিয়ে ছোট্ট সুখের সংসার। অঞ্জলির প্রতি তার দাদা বিপুলের স্নেহটা একটু বেশীই ছিল—তাই অঞ্জু যখন বড় হ'য়ে উঠ্‌লো তখন বিপুল রীতিমত ভাবনায় পড়ল—তাইতো এবার অঞ্জুর বিয়ে দিতে হ'বে—আর বিয়ে দিলেই ত সে তার কাছ থেকে চলে যাবে। (অঞ্জুহীন গৃহ বিপুলের কাছে অসহ্য)।

কিন্তু বিপুল যখন একসময় জানতে পারলে যে সৌমেন আর অঞ্জলির মধ্যে মন জানাজানি হ'য়ে গেছে—তখন সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঠিক করে রাখ্‌লে যে সৌমেনের সঙ্গে অঞ্জলির বিয়ে দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবে। মানুষ ভাবে একরকম হয় অন্যরকম!

বন্ধু সুবোধের মধ্যস্থতায় বিপুলের সঙ্গে গীতার পরিচয় হয়। এই পরিচয় ক্রমশঃ যখন প্রেমে পরিণত হ'ল তখন সৌমেন আর অঞ্জলির জানতে বাকী নেই। সৌমেনের কৌতূহল হ'ল তার পরম বন্ধুর ভাবী স্ত্রীকে দেখবার। বিপুল নিজেই একদিন সৌমেন আর অঞ্জলিকে নিয়ে গিয়ে গীতার সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলে। গীতার রূপ বা কথা বলার লাবলীল ভঙ্গী অথবা ঐরকম কিছু একটা যা বিপুলকে প্রথম দৃষ্টিতে মুগ্ধ ক'রেছিল—তাই বোধ হয় সৌমেনকেও অভিভূত ক'রে ফেল্‌লে। মন্ত্রচালিতের মত সৌমেন বিপুলের অগোচরে কারণে অকারণে গীতার বাড়ী আসা-যাওয়া সুরু ক'রলে। গীতার আধুনিকতা এটাকে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারেনি। সৌমেন কিন্তু গীতার ব্যবহার ও কথার ব্যাখ্যা ক'রে বুঝ্‌লে যে গীতা তাকে ভালবাসে—যদিও এ ধারনাটা তার সম্পূর্ণ ভুল। কি ভুল আর কি ঠিক—বিচার করবার মত মনের অবস্থা সৌমেনের তখন নেই—কারণ গীতাকে সে ভালবাসে, এত ভালবাসে যে অঞ্জলির স্থানও তার মন থেকে মুছে গেছে।

ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে সৌমেন একদিন গীতার কাছে প্রস্তাব ক'রে বস্‌লো। গীতা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। আদর্শবাদী বিপুলের কানে যখন এ খবর পৌছল—সৌমেনকে তখন বিপুলের আশ্রয় ছাড়তে হ'ল।

অঞ্জলির মন ভেঙ্গে গেছে। তারপর হঠাৎ একদিন সুবোধের মারফৎ সৌমেনের খবর পেয়ে অঞ্জু আশার আলো দেখ্‌তে পেলে। দাদার সঙ্গে গীতার বিয়ে স্থির ক'রে ফেল্‌লে। তার ধারণা দাদার বিয়েতে সৌমেন না এসে থাকতে পারবে না। কিন্তু ফল হ'ল উল্টো। সৌমেন ভাবলে গীতাকে সে যখন পেল না তখন আর ক'াকেও পেতে দেবে না। সুতরাং এখন একমাত্র উপায় গীতাকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে ফেলা।

গীতাকে খুন ক'রে সৌমেন ফেরার হ'ল। আর খুনী সৌমেনকে ধরবার ভার C. I. D. Inspector বিপুল নিজের হাতে তুলে নিলে। সেই থেকে বিপুল দিনরাত্রি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় সৌমনকে ধরবার আশায়—আর সৌমেন পালিয়ে বেড়ায় ধরা পড়বার ভয়ে।

গীতাকে পাবার সমস্ত পথ যখন সৌমেন নিজেই বন্ধ ক'রে দিলে একমাত্র তখনই অঞ্জুর কথা তার মনে পড়ল। ছিঃ; কি অন্যায় তার উপর করা হ'য়েছে, তার এতদিনের একনিষ্ঠ প্রেমের এই কি প্রতিদান? আর বিপুল? অকৃতজ্ঞ সৌমেন নিজেকে ধিক্কার দিলে। সৌমেন কিন্তু বেশীদিন এই ভাবে মানুষের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলে না। অনুতাপ আর অনুশোচনায় জীবন তার দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌লো—সে স্থির করলে বিপুলকে সে নিজেই ধরা দেবে।

সৌমেন যখন ধরা দেবার উদ্দেশ্যে গেল—প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল অঞ্জলির সঙ্গে। অঞ্জলির প্রেম সৌমেনকে পালাবার পথ দেখালে।

অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াটা যে অন্যায় একথা বিপুল অঞ্জলিকে জানিয়ে দেয়। অঞ্জলি হয়ত অন্যায় করেছে কিন্তু কিই বা সে করবে—সৌমেনকে যে সে একান্ত-মনে ভালবাসে। অঞ্জলির পথ ও মন যখন তার দাদার থেকে স্বতন্ত্র তখন তাকে তার দাদার বাড়ী ছাড়তে হ'ল। বিপুল জানতে পেরে ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠ্‌লো। তার জীবনের একমাত্র ও শেষ সম্বল যে অঞ্জু সেও আজ তার ঘরে নাই। সকল অশান্তির মূলেই তো সৌমেন। মুখ তার কঠোর হ'য়ে উঠে। দৃঢ়মুষ্টিতে সে তার পিস্তলটাকে চেপে ধরে—যেমন ক'রেই হউক সৌমেনকে গ্রেপ্তার ক'রে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হবে।

বিপুল বেরিয়ে পড়ে তার প্রতিজ্ঞা পালনে। পারবে কি সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করতে? অঞ্জলি এখন কোথায়? সৌমেনকে সে কি ফিরে পাবে? আর যদিই বা ফিরে পায় তাদের মিলন কি চিরস্থায়ী হবে?

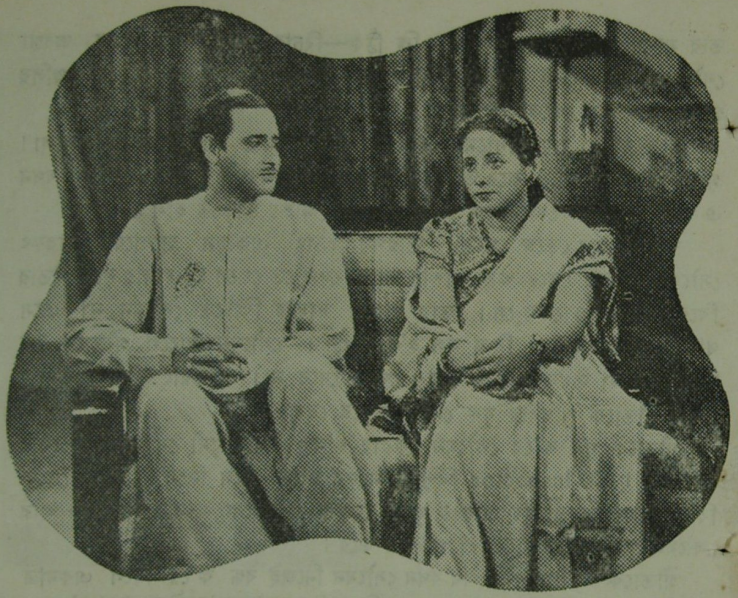

( ১ )

চাঁদ নাহি আকাশে
প্রিয় তুমি ত আছ পাশে
হৃদয় নিরবে কহে
জীবনে এই ত চাহি।
ফোটেনিক বনফুল
(তবু) ফুটেছে মন মুকুল
আমার ভুবনে আজি
কুহু উঠে তাই ডাকি
জীবনে এই ত চাহি।
জাগেনি গোধূলী তারা
শুধু তব আঁখি দুটি জাগে
তুমি যবে কাছে থাক
হৃদয় মধুর লাগে॥
যেথা আকাশ ধরণী মেশে
সেই চির মিলনের দেশে
মোরা চলিব দুজনে ভেসে
স্বপনের খেয়া বাহি
জীবনে এই ত চাহি॥

( ২ )

বিরহ কহিছে সে ত কাছে নাই; প্রেম বলে সে যে আছে
তাই স্মৃতির কাননে বেদনার কাঁটা ফুল হ'য়ে ফুটিয়াছে॥
মোর অশ্রু নদীর তীরে কত মধু তিথি আসে ফিরে
যে গেল চলিয়া আঘাত হানিয়া হৃদয় তাহারে যাচে॥
জানি বালুকার রেখা সাগরের ঢেউএ নিমিষে মিশিয়া যায়
মনের মুকুরে ছায়া পড়ে যদি সে কভু মোছেনা হায়॥
মোর খেলা ভাঙ্গা খেলা ঘরে হিয়া তারি পথ চেয়ে মরে।
সে আঁখি হতে যত দূরে যায় তত আসে হৃদয়ের কাছে
প্রেম বলে সে যে আছে॥

# আমাদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ

শ্রেষ্ঠ পরিচালক
ও
শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে

## হাস্যমুখর কথাচিত্র

# "দি বয়—"

শীঘ্রই আসিতেছে—

# দি সেণ্ট্রাল গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ
## ও
# সেণ্ট্রাল পটারিজ্ (বেঙ্গল)

### কাঁচ বিভাগ

কাঁচের
গেলাস, জার,
পেপার ওয়েট, নল,
দোয়াত, শিশি, বোতল,
যাবতীয় সামগ্রী—

### পটারি বিভাগ

চিনেমাটীর
জার, কাপ, ডিস্,
কেটলী, ইলেক্ট্রীকের
সরঞ্জাম যথা ক্লীট, টিউব
ফিউজ হোল্ডার প্রভৃতি।

সমস্ত রকম জিনিষ নিখুঁত ভাবে ও সুচারুরূপে
আমাদের কারখানায় তৈয়ার হয়——

আমাদের ঠিকানা:—
দি সেণ্ট্রাল গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ
ও
সেণ্ট্রাল পটারিজ ( বেঙ্গল )

কারখানা — বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা।
বিক্রয় কেন্দ্র— ১৮ সুকিয়াস্ লেন, কলিকাতা ও বর্দ্ধমান।
অফিস্ — ৭ সোয়ালো লেন, কলিকাতা।



বাসন্তী পিকচার্স-এর পক্ষ হইতে শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।